দি ডেইলি স্টার

পূর্ণ হলো ১৫ বছর

সাবলীল উপস্থাপনায় মাহফুজ আনাম

বক্তব্য রাখছেন রোকেয়া আফজাল রহমান

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, ড.মুহাম্মদ ইউনূস প্রমুখ (ডান থেকে বায়ে)

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইংরেজি দৈনিক দি ডেইলি স্টারের পনেরো বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সম্পাদক মাহফুজ আনামের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল রামোস, সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক এস রাম প্রমুখ। এছাড়া দেশের প্রথিতযশা সাংবাদিকবৃন্দ, মন্ত্রীবর্গ, বিদেশী কূটনৈতিকবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

স্বাগত বক্তব্যে দি ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম জানান পত্রিকাটির জন্ম ইতিহাস। দর্শকরা আবেগে আপ্লুত হন যখন শোনেন, পত্রিকার জন্য ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একটি 'লেজার প্রিন্টার' কেনার টাকাও তখন তার কাছে ছিল না। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষাভাষী একটি দেশে একটি ইংরেজি দৈনিকের টিকে থাকা এবং সাফল্যের সঙ্গে পনেরোটি বছর পাড়ি দিয়ে বর্তমানে একটি সুসংহত অবস্থান তৈরি করা যে কত কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, তা তার আত্মবিশ্বাসী ও সাবলীল উপস্থাপনায় দর্শকের স্মৃতিকোঠায় চিরস্থায়ীভাবে আঁকা হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এতে তিনি তুলে ধরেন আমাদের দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং নিকট ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা। দিকনির্দেশনামূলক এ প্রবন্ধে তিনি বলেন, "সব অশুভ আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে হলে

জাতিকে এখন দু'টি দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করতে হবে, আর তা হলো নির্ধারিত সময়ে আমরা নির্বাচন সম্পন্ন করবোই এবং এবারের নির্বাচনকে আমরা আগের সব নির্বাচনের চেয়ে আরও শান্তিপূর্ণ, আরও বিশ্বাসযোগ্য করবো। আর নির্বাচনের ফলাফল আমরা মেনে নেব ও জাতি গঠনের জন্য সম্মিলিতভাবে সামনে এগিয়ে যাব।"

অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন দি ডেইলি স্টারের পরিচালনা পরিষদের প্রধান ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক

বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমান ও শামসুর রহমান

ডেইলি ষ্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম

দশক আসনে বিশিষ্ট জনেরা

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা রোকেয়া আফজাল রহমান।

অনুষ্ঠানের একটি বড় আকর্ষণ ছিল ফটো এক্সিবিশন। এতে ডেইলি স্টারের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছবি স্থান পায়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যার মধ্যে "পট গান" পর্বটি সবার মধ্যে ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা বলে আলোচিত হয়। সবশেষে নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সালাহ উদ্দিন টিটো

মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের কয়েকজন